হাইকোর্টের নির্দেশনা সত্ত্বেও

জেডিসি পরীক্ষা দিতে পারেনি রাজাপুর বাদুরতলা দাখিল মাদরাসার ১৯ শিক্ষার্থী

সংবাদ : প্রতিনিধি, ঝালকাঠি

| ঢাকা , সোমবার, ০৫ নভেম্বর ২০১৮

সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও রাজাপুরের বাদুরতলা দাখিল মাদরাসার ১৯ জন শিক্ষার্থী জেডিসি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি। গত ১ নভেম্বর এ পরীক্ষা শুরু হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের এক চিঠির বরাত দিয়ে মাদরাসা বোর্ড এই মাদরাসাটির পাসওয়ার্ড বন্ধ করে দেয়। তাই মাদরাসা কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে পরীক্ষায় অংশ নিতে উচ্চ আদালতের স্মরনাপন্ন হয়। এরই প্রেক্ষিতে আদালতে থেকে পরীক্ষা নেয়ার নির্দেশনা দিলেও বোর্ড কর্তৃপক্ষ তা মানেনি। এতে ১৯ পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যত অনিয়শ্চয়তার পাশাপাশি মাদরাসা কর্তৃপক্ষ এলাকাবাসীর রোষানলে পড়েছে। এ অবস্থায় মাদরাসাটির ২০১৯ সনের আসন্ন এসএসসি সমমানের দাখিল পরীক্ষায় অংশ নেয়া বিষয়েও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে মাদরাসা সুপার মো. সিরাজুল ইসলাম বলেন, ২০১৭ সনের দাখিল পরীক্ষার অনলাইনে ফরম

পূরণের সময় পাসওয়ার্ড বন্ধ পাই। বোর্ড থেকে বলা হয় মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে পাসওয়ার্ড বন্ধ রাখা হয়েছে। এরপর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাসওয়ার্ড খুলে দেয়ার আবেদন করি। আবেদনের প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় থেকে মাদরাসা বোর্ডের কাছে পরিদর্শন করে ২০১৭ সনের ৪ অক্টোবর প্রতিবেদন চেয়ে চিঠি পাঠায়। চিঠিতে ৫ নভেম্বরের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দেয়ার কথা বলা হয়। কিন্তু মাদরাসা বোর্ড কালক্ষেপণ করে ২০১৮ সনের জানুয়ারি মাসে প্রতিবেদন পাঠায়। প্রতিবেদনে মাদরাসাটির বিষয়ে সন্তোষজনক জবাব না দেয়ায় কর্তৃপক্ষ ২০১৮ সনের জুন মাসে হাইকোর্টের স্মরণাপন্ন হয়। হাইকোর্টের আবেদনে মাদরাসাটির বন্ধকৃত পাসওয়ার্ড খোলা, নবম শ্রেণীর অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ, ২০১৮ সনের জেডিসি পরীক্ষার ১৯ পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন ও প্রবেশপত্র প্রদান এবং এডহক কমিটি গঠনের অনুমতি চেয়ে (১০৪৬৮ নং) রিট আবেদন করা হয়। আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ২৩ অক্টোবর তারিখ বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী ও বিচারপতি মো. আশরাফুল কামালের দ্বৈত বেঞ্চে উল্লেখিত বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়। একই সঙ্গে বোর্ড কর্তৃক বন্ধ করা উল্লেখিত বিষয়গুলো ৬ মাসের জন্য স্থগিত করে ৪ সপ্তাহের রুল জারি করে বেঞ্চ। মাদরাসা সুপার আরও জানান, উচ্চ আদালতের দেয়া এই আদেশের কপি বোর্ডে পাঠানোর পর মাদরাসা কর্তৃপক্ষ জেডিসি পরীক্ষার্থীদের প্রবেশপত্র ও

রোজস্ট্রেশন কার্ড চেয়ে গত ২৯ অক্টোবর আবেদন করেন। কিন্তু বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা না নেয়ায় ১৯ পরীক্ষার্থী এ বছরের পরীক্ষায় অংশ নেয়া থেকে বঞ্চিত হয়। এ ঘটনায় এলাকায় পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের মধ্যে চরম ক্ষোভ বিরাজ করছে। এদের শিক্ষকরা মাদ্রাসা বন্ধ রেখে এলাকা থেকে সরে গিয়ে নিরাপদ আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।